যোয়েলের গ্রন্থ এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলী - সংখ্যা চুয়াল্লিশ

Jeff Pippenger

2026-02-10

সংখ্যা চুয়াল্লিশ

১৮৪৪ সালে, সপ্তম দিবসের সাবাথের শিক্ষা উন্মোচিত হয়েছিল এবং সিস্টার হোয়াইট যখন চুক্তির সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তা তাঁর নিকট বিশেষভাবে গুরুত্বারোপিত হয়। তিনি আরও লিপিবদ্ধ করেন যে, অন্তিম কালে অবতারগ্রহণের শিক্ষাও একই স্বর্গীয় গুরুত্বারোপের অধিকারী ছিল। সপ্তম দিবসের সাবাথ প্রতিনিধিত্ব করে সেই বিশেষ জ্যোতি, যা অ্যান্টিটাইপিক্যাল প্রায়শ্চিত্ত দিবসের সূচনাকালে চুক্তির সিন্দুক থেকে উদ্ভাসিত হয়েছিল; এবং সপ্তম বর্ষের সাবাথ প্রতিনিধিত্ব করে সেই বিশেষ জ্যোতি, যা অ্যান্টিটাইপিক্যাল প্রায়শ্চিত্ত দিবস তার পরিসমাপ্তিতে উপনীত হলে চুক্তির সিন্দুক থেকে উদ্ভাসিত হয়।

অবতারগ্রহণের তত্ত্বটি লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের শেষে পবিত্র সমাবেশে প্রতীরূপরূপে উপস্থাপিত হয়েছে; সেটিই সপ্তম দিনের বিশ্রামদিনের "ওমেগা", যা লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের সূচনায় প্রথম পবিত্র সমাবেশে। সেই প্রথম বিশ্রামদিন ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তিকে প্রতীকায়িত করে, এবং শেষের বিশ্রামদিন তাঁর পুনঃসৃষ্টিশক্তিকে প্রতীকায়িত করে। সেই প্রথম বিশ্রামদিনটি সংখ্যা "23" দ্বারা চিহ্নিত, এবং শেষটি সংখ্যা "252" দ্বারা।

ঐ দুটি প্রতীক লেবীয় পুস্তক ২৩ অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপনের চিহ্নস্বরূপ, এবং সেগুলি মিলারাইট ইতিহাসেরও সূচনা ও সমাপনের চিহ্নস্বরূপ। ১৭৯৮ সালে ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে ২,৫২০ বছরের পরিপূর্তি ঘটেছিল, এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ ২,৩০০ বছরের পরিপূর্তি সংঘটিত হয়েছিল। যখন সিস্টার হোয়াইটকে পবিত্রস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনি দশ আজ্ঞার উপর দৃষ্টি স্থির করছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরের অন্তিমকালের সেই জনগণের প্রতীকী প্রতিরূপ ছিলেন, যারা খ্রীষ্টকে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত-কার্য সমাপ্ত করার সময় অনুসরণ করে পরমপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে। মন্দির-পরীক্ষা হলো মেষশিশু যেখানেই যান, সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করার পরীক্ষা।

> এরা সেই সকল ব্যক্তি, যারা নারীদের সঙ্গে কলুষিত হয়নি; কারণ তারা কুমার। এরা সেই সকল ব্যক্তি, যারা মেষশিশুকে যেখানেই তিনি যান, অনুসরণ করে। এদেরকে মানুষদের মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, ঈশ্বর ও মেষশিশুর উদ্দেশ্যে প্রথমফল হিসেবে। প্রকাশিত বাক্য ১৪:৪।

একজন নবী হিসেবে সিস্টার হোয়াইট সূচনাকালের সেই বিশ্বস্তদের চিত্রায়িত করছিলেন, যারা বিশ্বাসের দ্বারা অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিলেন; এবং তদ্দ্বারা তিনি অন্তিমকালের সেই বিশ্বস্তদেরও একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করছিলেন, যারা বিশ্বাসের দ্বারা অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে, তারপর সিন্দুকের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সেখানে তাঁদের দৃষ্টিতে যে বিষয়টি আলোকিত হয়, তা হলো অবতার-সিদ্ধান্ত, একত্বসাধনের পরিসমাপ্তি। তারা আচ্ছাদনকারী দুই কেরুবিমকে দেখে, যা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির দুই সব্বাথকে

প্রতিনিধিত্ব করে। তারা সিন্দুকের এক পাশে ২৫২ এবং অন্য পাশে ২৩ দেখে এবং অনুধাবন করে যে, সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২৩ দেবত্বের সঙ্গে মানবত্বের বিবাহকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ২৫২-কে তারা এমন এক মানুষের রূপান্তরের প্রতীকরূপে দেখে, যে দেবত্বের সঙ্গে সংযুক্ত মানব-সত্তায় পরিণত হয়।

করুণা-আসন অপসারণের জন্য নির্ধারিত ছিল না; সুতরাং সিস্টার হোয়াইটের পক্ষে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করা ছিল এক বিশেষ উদ্ঘাটন, এবং ভাববাদীয় দৃষ্টিতে সেই চিত্রায়ণটি তাঁর জীবনের দিনগুলির তুলনায় অন্তিম দিনসমূহের জন্যই অধিক প্রযোজ্য। দৃষ্টিপাতে আমরা রূপান্তরিত হই। মন্দির-পরীক্ষা হ'ল খ্রিস্টের ধাপে ধাপে তাঁর কুমারী-জনগণকে তাঁর মন্দিরে নেতৃত্ব দান। ভাববাদীয় সত্যসমূহ সেই পথের ধাপসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করে, যে পথ মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তায় আলোকিত।

ছেচল্লিশ বর্ষের মিলারীয় মন্দিরটি একটি ধাপ।

"23,"-এর মানব-মন্দির (পুরুষ ও নারী, তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন) একটি ধাপ।

খ্রীষ্ট কর্তৃক তিন দিনে তাঁর মন্দিরের পুনঃস্থাপন একটি ধাপ।

ভাণ্ডারগৃহটি মালাখির মন্দির।

নহিমিয়া তোবিয়ার দ্বারা সংঘটিত অপবিত্রকরণ থেকে ভাণ্ডারকক্ষকে পরিশুদ্ধ করলেন।

ঐ মন্দিরেই ছিল সেই স্থান, যেখানে রাজা যোশিয়ার পুনর্জাগরণের সময় মহাযাজক হিল্কিয়াহ মোশির রচনাসমূহ আবিষ্কার করেছিলেন।

নহেমিয়া যে মন্দিরকে অপবিত্রকরণ থেকে শুদ্ধ করেছিলেন, সিস্টার হোয়াইট যেমন উল্লেখ করেছেন, সেই একই মন্দিরকেই খ্রীষ্ট তার "ধর্মনিন্দামূলক অপবিত্রকরণ" থেকে দুইবার শুদ্ধ করেছিলেন।

মিলারের স্বপ্নের সিন্দুকটি ছিল একটি সোপান।

যখন খ্রিস্ট পরমপবিত্র স্থানে তাঁর বিশ্বস্তদের প্রবেশ করিয়েছেন, তখন তিনি তাঁদের—যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন সিস্টার হোয়াইট—চুক্তির সিন্দুকের কাছে নিয়ে যান, করুণা-আসনটি উত্তোলন করেন এবং তাঁদের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করতে অনুমতি দেন। অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করলে তাঁরা দেখেন যে অবতার-তত্ত্ব এবং সপ্তম-দিনের বিশ্রামদিবস—উভয়ই—একটি কোমল প্রভামণ্ডলে আবিষ্ট। পংক্তির পর পংক্তি, যাঁরা "একটি কোমল প্রভায় মণ্ডিত" তত্ত্বসমূহকে স্বীকৃতি দেন, তাঁরা বিশ্বাসের দ্বারা পরমপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে সিন্দুকের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাতকারী সিস্টার হোয়াইটের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করেন।

প্রাচীন নবীগণ যেসব দিনে তাঁরা বাস করতেন, সে দিনসমূহের তুলনায় তাঁরা অন্তিম দিনসমূহের জন্য অধিক নির্দিষ্টভাবে কথা বলেছেন। সেই প্রাচীন নবীরাই যখন সাক্ষ্যের অংশ হয়ে ওঠেন, তখন তাঁরা অন্তিম দিনসমূহের ঈশ্বরের প্রজার প্রতিনিধিত্ব করেন; এবং অন্তিম দিনসমূহে ঈশ্বরের প্রজা হচ্ছেন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। সিস্টার হোয়াইট সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন নবী, কারণ তাঁর সকল উদাহরণাবলি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ওমেগা ইতিহাসের আলফা ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত নবী অবশিষ্ট সম্প্রদায়কে চিত্রিত করেন, কিন্তু সিস্টার হোয়াইট আরও এমন এক প্রারম্ভিক

ইতিহাসেরও প্রতিনিধিত্ব করেন, যা সমাপনী ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হয়।

আলফা ভিত্তিগত ইতিহাসে, সিস্টার হোয়াইট দর্শনে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের অতিপবিত্র স্থানে নেওয়া হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে, চুক্তির সিন্দুকের উপরে থাকা করুণা-আসন—যা অপসারণযোগ্য ছিল না—এতটা উত্তোলিত করা হয়েছিল যে সিস্টার হোয়াইট ভিতরে দৃষ্টিপাত করতে পারলেন, এবং সেখানে তিনি দশ আজ্ঞা দেখলেন।

> পবিত্রতম স্থানে আমি একটি সিন্দুক দেখলাম; তার উপরে এবং পাশে ছিল খাঁটি সোনা। সিন্দুকটির প্রতিটি প্রান্তে একটি করে সুন্দর কেরুব ছিল, যার ডানা সেটির উপর প্রসারিত ছিল। তাদের মুখ একে-অপরের দিকে ফেরানো ছিল, এবং তারা নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্বর্গদূতদের মাঝখানে ছিল সোনার ধূপদান। সিন্দুকের উপরে, যেখানে সেই স্বর্গদূতেরা দাঁড়িয়েছিল, ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল মহিমা, যা ঈশ্বর যেখানে অধিষ্ঠিত থাকেন এমন এক সিংহাসনের মতো প্রতীয়মান হচ্ছিল। যীশু সিন্দুকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং সাধুদের প্রার্থনা তাঁর নিকটে পৌঁছালে, ধূপদানে থাকা ধূপ ধোঁয়া ছাড়ত, এবং তিনি সেই ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে তাদের প্রার্থনা তাঁর পিতার নিকট নিবেদন করতেন। সিন্দুকের ভিতরে ছিল মান্নার সোনার কলস, কুঁড়ি ধরেছিল এমন হারুনের দণ্ড, এবং পাথরের ফলকদ্বয় যা বইয়ের মতো ভাঁজ হয়ে একসাথে ছিল। যীশু সেগুলি খুললেন, এবং আমি দেখলাম ঈশ্বরের আঙুলে লেখা দশ আজ্ঞা তাতে লিপিবদ্ধ আছে। এক ফলকে ছিল চারটি, আর অন্যটিতে ছয়টি। প্রথম ফলকের চারটি অন্য ছয়টির চেয়ে অধিক দীপ্তিময় ছিল। কিন্তু চতুর্থটি, অর্থাৎ বিশ্রামদিনের আজ্ঞাটি, সবার চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলজ্বল করছিল; কারণ বিশ্রামদিন ঈশ্বরের পবিত্র নামের সম্মানে পালনের জন্য আলাদা করে স্থির করা হয়েছিল। পবিত্র বিশ্রামদিনটি অতিশয় মহিমান্বিত দেখাচ্ছিল—তার চারদিকে মহিমার আভা-বলয় ছিল। আমি দেখলাম যে বিশ্রামদিনের আজ্ঞাটি ক্রুশে পেরেক দিয়ে গাঁথা হয়নি। যদি তা হতো, তবে বাকি নয়টি আজ্ঞাও হতো; এবং তাহলে আমরা যেমন চতুর্থটিকে ভাঙতে স্বাধীন, তেমনি সবগুলোই ভাঙতে স্বাধীন হতাম। আমি দেখলাম ঈশ্বর বিশ্রামদিন পরিবর্তন করেননি, কারণ তিনি কখনোই পরিবর্তিত হন না। কিন্তু পোপ এটিকে সপ্তম দিন থেকে সপ্তাহের প্রথম দিনে বদলে দিয়েছেন; কারণ তার সময় ও বিধি বদলানোর কথা ছিল। প্রারম্ভিক রচনাবলি, ৩২।

সপ্তম-দিনের বিশ্রামদিনের তত্ত্বটি ছিল মিলারাইট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠালগ্নের ইতিহাসের আলফা তত্ত্ব; যে আন্দোলনটি ফিলাডেলফীয় মিলারাইট আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল, পরে ১৮৫৬ সালে লাওদিকীয় মিলারাইট আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, এবং ১৮৬৩ সালে লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জায় পরিণত হয়। ভগিনী হোয়াইটও অন্তিম দিনসমূহের ইতিহাসে ওমেগা তত্ত্বকে চিহ্নিত করেন, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের লাওদিকীয় আন্দোলন রূপান্তরিত হয়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ফিলাডেলফীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। আলফা ও ওমেগার আলো সপ্তম-দিনের বিশ্রামদিনের তত্ত্ব এবং অবতার-তত্ত্ব দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

> যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করে, তারা ধার্মিকতার সূর্যের আলোয় চলেন। তারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের পথ কলুষিত করে তাদের পরিত্রাতাকে অসম্মান করে না। তাদের উপর স্বর্গীয় আলো উদ্ভাসিত হয়। যখন তারা এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষের দিকে পৌঁছায়, তখন খ্রিস্ট সম্পর্কে এবং তাঁকে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির বিষয়ে তাদের জ্ঞান বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা অসীম মূল্যবান; কারণ তারা তাঁর পুত্রের সঙ্গে ঐক্যে রয়েছে। তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য অতুল সৌন্দর্য ও মাধুর্যে

> ঋদ্ধ। তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। সত্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয়। অবতার-সিদ্ধান্ত স্নিগ্ধ আভায় আলোকিত হয়। তারা দেখে যে পবিত্র শাস্ত্রই সেই চাবি যা সকল রহস্য উন্মুক্ত করে এবং সকল জটিলতার সমাধান করে। যারা আলো গ্রহণ করতে এবং আলোর মধ্যে চলতে অনিচ্ছুক হয়েছে, তারা ধার্মিকতার রহস্য বুঝতে পারবে না; কিন্তু যারা ক্রুশ তুলে নিয়ে যীশুকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেনি, তারা ঈশ্বরের আলোয় আলো দেখবে। The Southern Watchman, ৪ এপ্রিল, ১৯০৫।

"অবতারগ্রহণের তত্ত্ব"কে "ঈশ্বরভক্তির রহস্য" বলেও অভিহিত করা হয়।

> এবং নিঃসন্দেহে, ঈশ্বরভক্তির রহস্য মহান: ঈশ্বর দেহে প্রকাশিত হলেন, আত্মায় ন্যায়সঙ্গত প্রমাণিত হলেন, স্বর্গদূতদের দ্বারা দেখা গেলেন, অন্যজাতিদের কাছে প্রচারিত হলেন, জগতে তাঁর উপর বিশ্বাস করা হল, মহিমায় তুলে নেওয়া হলেন। ১ তিমথিয় ৩:১৬।

"রহস্য"টি অন্তিম প্রজন্ম পর্যন্ত গোপন থাকে, যখন বিশ্বস্তরা দেখেন যে অবতারগ্রহণের মতবাদই সপ্তম-দিবসের শব্বাথের ওমেগা।

> সে রহস্য, যাহা যুগ যুগান্তর ও প্রজন্মসমূহ হইতে গোপন ছিল, কিন্তু এখন তাহা তাঁহার পবিত্রগণের কাছে প্রকাশিত হইয়াছে: যাঁহাদের কাছে ঈশ্বর জানাইতে ইচ্ছা করিলেন যে, অজাতীয়দের মধ্যে এই রহস্যের মহিমার ঐশ্বর্য কিরূপ; অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে খ্রিস্ট, মহিমার আশা। কলসীয় ১:২৬, ২৭।

যথোচিত যে, কলসীয় ১:২৬-ই এমন এক 'রহস্য'-এর কথা বলে, যা 'গুপ্ত ছিল', কিন্তু সেই রহস্যটি 'অন্তিম দিনগুলিতে প্রকাশিত' হয়। যখন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী সীলমুক্ত হয়, তখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলো প্রকাশিত হয়; যেমন দানিয়েল গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে এক হাজার দুই শত ষাট দিনের শেষে, শেষকালে, এক ভবিষ্যদ্বাণী সীলমুক্ত হয়। যে ভবিষ্যদ্বাণীটি বহু প্রজন্ম ধরে গুপ্ত ছিল, সেটিই সীলমুক্ত হয়; এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীই সেই সত্য, যা সীলমুক্ত হলে 'মহিমা'রূপে রবিবারের আইনকালে অন্যজাতিদের কাছে প্রকাশিত হয়। ঐ রহস্যটি হলো 'তোমাদের মধ্যে খ্রিষ্ট, মহিমার আশা', যা সপ্তম তূর্য ধ্বনিত হওয়ার দিনগুলোতে সিদ্ধ হয়।

> কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শোনার দিনগুলোতে, যখন তিনি শব্দ করতে শুরু করবেন, ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হবে, যেমন তিনি তাঁর দাসদের অর্থাৎ নবীদের কাছে ঘোষণা করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১০:৭।

প্রকাশিত বাক্য ১০:৭-এ যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, সপ্তম মাসের দশম দিনে সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে আরম্ভ করেছিল—এ কথা যথার্থই উপযুক্ত। সপ্তম স্বর্গদূতকে তৃতীয় হায় হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়েছে, এবং প্রথম দুই হায় ছিল ইসলাম; ফলে তৃতীয় হায় ইসলাম—এই কথার পক্ষে দুই সাক্ষী মেলে। ইসলামের তূর্য ধ্বনিতকালে ঈশ্বরের রহস্য সম্পন্ন হয়।

সপ্তম তূর্যধ্বনির ইতিহাসে অবতারগ্রহণের মতবাদ—যা 'তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট' এই রহস্য, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের ঐক্য, যেমনটি খ্রীষ্ট স্বয়ং মানবদেহ ধারণ করার সময় রূপায়িত করেছিলেন—; এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রার্থীদের পরীক্ষা করা হবে যে, অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় তেল ও বিশ্বাস তাদের আছে কি না। যদি তারা দ্বিধা করে, তবে তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে; যদি তারা

মেষশাবককে তিনি যেখানেই যান না কেন সেখানেই অনুসরণ করে, তবে তাদের চুক্তির সিন্দুকের ভিতরে দৃষ্টিপাত করতে পরিচালিত করা হবে। চুক্তির সিন্দুকে তারা সপ্তম দিনের বিশ্রামদিনের মতবাদ এবং অবতারগ্রহণের মতবাদ খুঁজে পাবে।

এই দুইটি মতবাদ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, আমি যে বিষয়ে মনোনিবেশ করছি তা আলফা ও ওমেগার আলোকসমূহ নয়; বরং এই যে, ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ঈশ্বরের জনগণকে স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে এবং চুক্তির সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করতে দেখিয়েছিলেন। অন্তিম দিনগুলোতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে অবশ্যই এমন একটি পর্যায় থাকবে, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে উন্মুক্ত চুক্তির সিন্দুক অবলোকনের জন্য অতিপবিত্র স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে।

আপনার যদি এই বিশ্বাস থাকে যে অন্তিম দিনসমূহে নবীগণ ঈশ্বরের লোকদের চিত্রিত করেন, এবং এ বিশ্বাসও থাকে যে বাইবেলের অন্যান্য প্রত্যেক নবীর ন্যায় প্রত্যেক দিক দিয়ে সিস্টার হোয়াইট সমানভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন—তবে আমি সদ্য যে প্রয়োগটি উপস্থাপন করছি, তা সত্য বলে গ্রহণ করতেই হবে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে অবশ্যই বিশ্বাসের দ্বারা অতিপবিত্র স্থানে পর্যন্ত খ্রিষ্টকে অনুসরণ করতে হবে, যেমন সিস্টার হোয়াইট বলেন যে বিশ্বস্তেরা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ সালে তাই করেছিলেন। তখন দুটি শ্রেণি প্রকাশিত হয়েছিল: যারা বিশ্বাসের দ্বারা প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছিল, এবং যারা প্রবেশ করেছিল।

> আমাকে খ্রিস্টের প্রথম আগমনের ঘোষণার দিকে ফিরে তাকাতে নির্দেশিত করা হয়েছিল। যোহনকে এলিয়াহের আত্মা ও শক্তিতে যীশুর পথ প্রস্তুত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। যাঁরা যোহনের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাঁরা যীশুর শিক্ষায় কোনো উপকার পাননি। তাঁর আগমন যে বার্তা পূর্বেই ঘোষণা করেছিল, সেই বার্তার প্রতি তাদের বিরোধিতা তাদের এমন অবস্থায় ফেলল যে, তিনি মশীহ—এ কথা প্রমাণকারী সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণও তারা সহজে গ্রহণ করতে পারল না। শয়তান যোহনের বার্তা প্রত্যাখ্যানকারীদের আরও দূরে ঠেলে দিল—যাতে তারা খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে। এতে তারা নিজেদের এমন স্থানে রাখল, যেখানে তারা পেন্টেকোস্টের দিনের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারল না—যা তাদের স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে প্রবেশের পথ শিখিয়ে দিত। মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়া দেখিয়ে দিল যে ইহুদিদের বলিদান ও বিধিবিধান আর গ্রহণযোগ্য নয়। মহাবলিদান ইতিমধ্যেই অর্পিত ও গৃহীত হয়েছে, এবং পেন্টেকোস্টের দিনে অবতীর্ণ পবিত্র আত্মা শিষ্যদের মনকে পার্থিব পবিত্রস্থান থেকে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে নিয়ে গেলেন—যেখানে যীশু নিজ রক্ত দ্বারা প্রবেশ করেছিলেন, যেন তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্তের সুফল তাঁর শিষ্যদের উপর বর্ষণ করতে পারেন। কিন্তু ইহুদিরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে গেল। উদ্ধারের পরিকল্পনা সম্পর্কে যে আলো তারা পেতে পারত, তা তারা সব হারাল, তবু তারা তাদের নিরর্থক বলি ও নিবেদনে ভরসা করতেই থাকল। স্বর্গীয় পবিত্রস্থান পার্থিবটির স্থান নিয়েছিল, তবুও সে পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। অতএব পবিত্রস্থানে খ্রিস্টের মধ্যস্থতার দ্বারা তারা কোনো উপকার লাভ করতে পারল না।

> অনেকেই ইহুদিদের খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান ও ক্রুশবিদ্ধ করার আচরণকে ভয়-আতঙ্কে দেখে; এবং তাঁর লাঞ্ছনা-অপমানের ইতিহাস পড়তে পড়তে তারা মনে করে যে তারা তাঁকে ভালোবাসে, এবং পিতরের মতো তাঁকে অস্বীকার করত না, বা ইহুদিদের মতো তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করত না। কিন্তু যিনি সকলের হৃদয় পড়েন, সেই ঈশ্বর তাদের যে যিশুর প্রতি প্রেমে অনুভব করার দাবি ছিল, সেটিকে পরীক্ষার মুখে এনেছেন। সমগ্র স্বর্গ গভীরতম

> আগ্রহ নিয়ে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণ করা হলো কীভাবে, তা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু অনেকে, যারা যিশুকে ভালোবাসার দাবী করেছিল এবং ক্রুশের কাহিনি পড়তে পড়তে অশ্রু ঝরিয়েছিল, তাঁর আগমনের সুসমাচারকে বিদ্রূপ করেছে। আনন্দের সঙ্গে বার্তাটি গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা এটিকে ভ্রান্তি বলে ঘোষণা করেছিল। যারা তাঁর আবির্ভাবকে ভালোবাসত, তাদের তারা ঘৃণা করল এবং গির্জাগুলো থেকে বহিষ্কার করল। যারা প্রথম বার্তাটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা দ্বিতীয়টির দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি; এবং তারা মধ্যরাত্রির আহ্বান দ্বারাও উপকৃত হয়নি, যা তাদের বিশ্বাসের দ্বারা যিশুর সঙ্গে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ছিল। এবং পূর্ববর্তী দুইটি বার্তা প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের বোধশক্তি এমনভাবে অন্ধকার হয়ে গেছে যে অতি পবিত্র স্থানে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে এমন তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় তারা কোনো আলোই দেখতে পায় না। আমি দেখলাম, যেমন ইহুদিরা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তেমনি নামমাত্র গির্জাগুলো এই বার্তাগুলোকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে; সুতরাং অতি পবিত্র স্থানে যাওয়ার পথ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, এবং সেখানে যিশুর মধ্যস্থতার দ্বারা তারা কোনো উপকারও পেতে পারে না। যেমন ইহুদিরা তাদের নিষ্ফল বলিদান অর্পণ করত, তেমনি তারা তাদের নিষ্ফল প্রার্থনাগুলো সেই কক্ষের দিকে নিবেদন করে, যা যিশু ত্যাগ করেছেন; আর শয়তান, প্রতারণায় প্রীত হয়ে, ধর্মীয় চরিত্র ধারণ করে, নিজের ক্ষমতা, নিজের চিহ্ন ও মিথ্যা আশ্চর্যকর্ম দ্বারা কাজ করে, নিজ ফাঁদে তাদের দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখতে, এই ঘোষিত খ্রিস্টানদের মনকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

সিস্টার হোয়াইট বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও খ্রিষ্টের ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করেন, যা ইহুদিদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল, এবং মিলারীয়দের সময়ে একই ইতিহাসকে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে তা উপস্থাপন করেন—যা সিস্টার হোয়াইটের আলফা ইতিহাস; তিনি অন্তিম দিনসমূহের প্রাচীন ভাববাদিনী। প্রারম্ভে জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা ছিল অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করা, নাকি তা করতে অস্বীকার করা—এই বিষয়ে। এভাবে অস্বীকার করাই মিলারীয় ইতিহাসের বিদ্রোহীদের উপর সেই একই অন্ধকার ডেকে এনেছিল, যা খ্রিষ্টের ইতিহাসে বিদ্রোহী ইহুদিদের উপর নেমে এসেছিল।

যীশু সর্বদা কোনো বিষয়ের পরিসমাপ্তিকে তার সূচনার মাধ্যমে চিত্রিত করেন; অতএব, ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-র পরীক্ষার প্রসঙ্গে, যখন সিস্টার হোয়াইটকে অতিপবিত্র স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনি উন্মুক্ত চুক্তির সিন্দুকের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তখন এটি নির্দেশ করে যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে পরীক্ষা করা হবে—তারা মেষশাবকের অনুসরণে অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে কি না, অথবা পূর্ণ চিরন্তন অন্ধকারে যাবে। এই সত্যটি এমন এক বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা অনুধাবন করে যে প্রাচীন ভাববাদীরা, যখন নিজেরাই লিপিবিদ্ধ সাক্ষ্যের অংশ হয়ে ওঠেন, তখন ঈশ্বরের অন্তিমকালের জনগণকে চিত্রায়িত করছেন। সিস্টার হোয়াইট উভয় শ্রেণীকেই চিত্রায়িত করেন।

> এই নৈরাশ্যের অবস্থায় আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখলাম, যা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলল। আমি দেখলাম একটি মন্দির, যেখানে অনেক মানুষ দলে দলে ছুটে আসছিল। কেবল যারা সেই মন্দিরে আশ্রয় নিত, সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটলে তারাই রক্ষা পেত। যারা বাইরে থাকত, তারা সবাই চিরতরে হারিয়ে যেত। বাইরে থাকা অসংখ্য লোক, যারা বিভিন্ন পথে তাদের কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল, মন্দিরে প্রবেশকারীদের বিদ্রূপ ও উপহাস করছিল এবং বলছিল যে নিরাপত্তার এই পরিকল্পনা কেবল একটি কুটিল প্রতারণা; প্রকৃতপক্ষে

এড়িয়ে চলার মতো কোনো বিপদই নেই। তারা এমনকি কাউকে কাউকে ধরে টেনে আটকে রাখছিল, যাতে তারা দ্রুত প্রাচীরের ভেতরে ঢুকতে না পারে।

বিদ্রূপের ভয়ে, আমি ভাবলাম অপেক্ষা করাই শ্রেয়, যতক্ষণ না ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়, অথবা যতক্ষণ না আমি তাদের অগোচরে ভিতরে ঢুকতে পারি। কিন্তু ভিড় কমার বদলে বেড়েই চলল, আর দেরি হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আমি তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। মন্দিরে পৌঁছানোর উদ্বেগে আমাকে ঘিরে থাকা ভিড় আমি খেয়ালও করিনি, পরোয়াও করিনি। ভবনে প্রবেশ করতেই দেখলাম, বিশাল মন্দিরটি এক বিরাট স্তম্ভের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটি মেষশাবক—সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত। আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, যেন জানতাম যে এই মেষশাবক আমাদেরই কারণে ছিন্নভিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যারা মন্দিরে প্রবেশ করত, সবাইকে তার সামনে এসে নিজের পাপ স্বীকার করতে হতো।

মেষশাবকের ঠিক সামনে ছিল উঁচু আসন, যার ওপর বসে ছিল একদল লোক, যারা খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল। তাদের মুখমণ্ডলে যেন স্বর্গের আলো দীপ্যমান ছিল, আর তারা ঈশ্বরের স্তব করছিল এবং আনন্দভরা কৃতজ্ঞতার গান গাইছিল, যা স্বর্গদূতদের সঙ্গীতের মতো শোনাত। এরাই তারা, যারা মেষশাবকের সামনে এসে নিজের পাপ স্বীকার করেছিল, ক্ষমা পেয়েছিল, এবং এখন কোনো আনন্দঘন ঘটনার আনন্দময় প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিল।

ভবনে প্রবেশ করার পরও এক ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করল, এবং এই মানুষদের সম্মুখে আমাকে নিজেকে নম্র করতে হবে—এমন এক লজ্জাবোধ জেগে উঠল। তবু আমি যেন অগ্রসর হতে বাধ্য হচ্ছিলাম, এবং মেষশাবকের সম্মুখীন হতে স্তম্ভটি ঘিরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলাম, এমন সময় তূর্যধ্বনি বেজে উঠল, মন্দির কেঁপে উঠল, সমবেত সন্তগণের কণ্ঠে বিজয়ধ্বনি উঠল, ভীতিজাগানিয়া এক মহাদ্যুতি সমগ্র ভবন আলোকিত করল; তারপর সর্বত্র নেমে এল গভীরতম অন্ধকার। সেই দীপ্তির সঙ্গেই আনন্দিত জনেরা সকলেই অন্তর্হিত হলেন, আর আমি রাত্রির নীরব বিভীষিকায় একা রয়ে গেলাম। আমি মানসিক যন্ত্রণায় জেগে উঠলাম, এবং এ যে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—এ কথা নিজেকেই প্রায় বিশ্বাস করাতে পারলাম না। আমার মনে হল, আমার দণ্ড নির্ধারিত হয়ে গেছে, প্রভুর আত্মা আমাকে ত্যাগ করেছেন—আর কখনও ফিরে আসবেন না।

এর কিছু পরেই আমি আরেকটি স্বপ্ন দেখলাম। মনে হলো, আমি চরম হতাশায় মুখ দু'হাতে ঢেকে বসে আছি, এভাবে ভাবছি: যদি যিশু পৃথিবীতে থাকতেন, তবে আমি তাঁর কাছে যেতাম, তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তাম, এবং আমার সমস্ত দুঃখকষ্ট তাঁকে বলতাম। তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, তিনি আমার প্রতি করুণা করতেন, আর আমি সর্বদা তাঁকে ভালোবাসতাম ও সেবা করতাম। ঠিক তখনই দরজাটি খুলে গেল, এবং সুন্দর আকৃতি ও মনোহর মুখশ্রীযুক্ত এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তিনি আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন: 'তুমি কি যিশুকে দেখতে চাও? তিনি এখানেই আছেন, এবং তুমি ইচ্ছা করলে তাঁকে দেখতে পার। তোমার যা কিছু আছে, সব সঙ্গে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করো।'

অকথ্য আনন্দে আমি এ কথা শুনিলাম, এবং সানন্দে আমার সকল ক্ষুদ্র সম্পদ, প্রতিটি সযত্নে সঞ্চিত ক্ষুদ্র অলংকার, সমবেত করিয়া আমার পথপ্রদর্শকের পশ্চাতে চলিলাম। তিনি আমাকে এক খাড়া এবং দৃষ্টিতে ভঙ্গুর প্রতীয়মান সোপানমালার কাছে লইয়া গেলেন। যখন আমি সোপান বেয়ে ঊর্ধ্বগমনে আরম্ভ করিলাম, তিনি আমাকে সতর্ক করিলেন, যেন আমি দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ রাখি, নচেৎ মাথা ঘুরিয়া পতিত হইতে পারি। অনেকে, যারা ঐ খাড়া আরোহনে প্রবৃত্ত ছিল, শীর্ষে উপনীত হইবার পূর্বেই

পতিত হইল।

অবশেষে আমরা শেষ সোপানে পৌঁছলাম এবং এক দ্বারের সম্মুখে দাঁড়ালাম। এখানে আমার পথপ্রদর্শক আমাকে নির্দেশ দিলেন যে আমি সঙ্গে আনা সমস্ত বস্তু রেখে দিই। আমি সানন্দে সেগুলি রেখে দিলাম; তারপর তিনি দ্বারটি উন্মুক্ত করে আমাকে প্রবেশের জন্য আহ্বান করলেন। মুহূর্তেই আমি যীশুর সম্মুখে উপস্থিত হলাম। সেই অপরূপ মুখশ্রীকে ভুল করার কোনো অবকাশ ছিল না। সদয়তা ও মহিমার সে অভিব্যক্তি অন্য কারোর হতে পারে না। তাঁর দৃষ্টি যখন আমার উপর স্থির হলো, তখনই আমি বুঝলাম যে তিনি আমার জীবনের প্রত্যেক পরিস্থিতি এবং অন্তরের সকল চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত।

তাঁর দৃষ্টি হইতে নিজেকে আড়াল করিবার চেষ্টা করিলাম, কারণ তাঁর অনুসন্ধানী নয়ন সহ্য করিতে অক্ষম বোধ করিতেছিলাম; কিন্তু তিনি হাসিমুখে নিকটে আসিয়া, আমার মস্তকে কর রাখিয়া কহিলেন: 'ভয় করিও না।' তাঁর মধুর কণ্ঠধ্বনি এমন এক আনন্দে আমার হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করিল, যেরূপ আমি পূর্বে কখনো অনুভব করি নাই। আমি এমন আনন্দে অভিভূত হইলাম যে একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না; অনুভূতিতে পরাভূত হইয়া তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িলাম। আমি যখন সেখানে অসহায়ভাবে শায়িত রহিলাম, সৌন্দর্য ও মহিমার দৃশ্যাবলি আমার সম্মুখ দিয়া অতিক্রান্ত হইল, এবং মনে হইল, আমি যেন স্বর্গের নিরাপত্তা ও শান্তিতে উপনীত হইয়াছি। অবশেষে আমার শক্তি প্রত্যাবর্তন করিল, এবং আমি উঠে দাঁড়াইলাম। যীশুর স্নেহময় নয়ন তখনও আমার উপর নিবদ্ধ রহিল, এবং তাঁর হাসি আমার আত্মাকে আনন্দে পূর্ণ করিল। তাঁর উপস্থিতি আমাকে পবিত্র ভয়ভক্তি ও অবর্ণনীয় প্রেমে পূর্ণ করিল।

আমার পথপ্রদর্শক তখন দরজা খুললেন, এবং আমরা উভয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তিনি আমাকে বললেন, বাইরে আমি যা ফেলে রেখেছিলাম সেসব আবার তুলে নিতে। আমি তা করলে, তিনি আমাকে ঘন কুণ্ডলী পাকানো একটি সবুজ ডোর দিলেন। এটি হৃদয়ের নিকটে রাখতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, এবং যখন আমি যীশুকে দেখতে ইচ্ছা করব, তখন যেন বক্ষ থেকে তা বের করে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করি। তিনি সতর্ক করলেন, যেন একে কোনো সময়ই দীর্ঘক্ষণ কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় ফেলে না রাখি; নচেৎ এতে গিঁট পড়ে যেতে পারে এবং তা সোজা করা দুরূহ হয়ে উঠতে পারে। আমি ডোরটি হৃদয়ের নিকটে স্থাপন করলাম এবং প্রভুকে স্তব করতে করতে, যাঁদের সঙ্গে দেখা হলো তাঁদের সকলকে কোথায় তাঁরা যীশুকে পেতে পারেন তা জানাতে জানাতে, আনন্দভরে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। এই স্বপ্ন আমাকে আশা দিল। আমার মনে সবুজ ডোরটি বিশ্বাসের প্রতীক ছিল, এবং ঈশ্বরে ভরসা রাখার সৌন্দর্য ও সরলতা আমার আত্মায় উদিত হতে শুরু করল। টেস্টিমোনিস, খণ্ড ১, ২৭-২৯।

১৮৪৪ সালের ১৭ আগস্ট এক্সেটার শিবির-সভা সমাপ্তি থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ছিল ছেষট্টি দিন। ঐ ছেষট্টি দিন মধ্যরাত্রির আর্তনাদের ঘোষণার সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং দশ কুমারীর উপমার প্রসঙ্গে, তখন যারা বার্তাটি ঘোষণা করছিল, তারা যাদের তেল ছিল তাদের প্রতিনিধিত্ব করে, আর যারা তখন বার্তাটি ঘোষণা করেনি, তাদের তেল ছিল না।

দৃষ্টান্তে, অপেক্ষাকালের সূচনায় বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। আইনসম্মত বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল; তারপর সকলেই নিজেদের গৃহে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করল, যতক্ষণ না বরের পিতা সিদ্ধান্ত নিলেন যে সহবাসের মাধ্যমে বিবাহ সম্পূর্ণ করা গ্রহণযোগ্য কি না। প্রথম বিবাহ ও মধ্যরাতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়ে দাম্পত্যবিশ্বাসভঙ্গকে

ব্যভিচার বলে গণ্য করা হতো। অপেক্ষাকাল নির্ভর করত এই বিষয়ে যে, বরের পিতা একটি সময়কাল ধরে কনের ক্ষেত্রে কী ঘটে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতেন। সে কি গর্ভবতী ছিল?

পিতা যখন নির্ধারণ করতেন যে সমস্ত কিছু যথাযথ হয়েছে, তখন মধ্যরাত্রির শোভাযাত্রা আরম্ভ হত; তা রাতেই আরম্ভ হত প্যালেস্টাইনের দিবাকালের দমবন্ধ করা তাপ এড়াতে। এই কারণেই কনের সহকারিণীরা—উপমার কুমারীগণ—নিজ নিজ প্রদীপ ও তেলের মজুতসহ মধ্যরাত্রির আহ্বান-ধ্বনির জন্য প্রতীক্ষায় থাকার বিধান ছিল; সেই ধ্বনি ঘোষণা করত যে বিবাহের শোভাযাত্রা রওনা হয়েছে, কারণ তা রাত্রেই সম্পন্ন হওয়ার ছিল। এক্সিটার-এ মধ্যরাত্রির আহ্বান এসে পৌঁছল, এবং তখন আপনার কাছে শোভাযাত্রার জন্য যথেষ্ট তেল প্রস্তুত ছিল, অথবা ছিল না।

তাঁরা যখন বার্তাসহ এক্সেটার ত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁরা এক মোহরিত জনগোষ্ঠীকে চিত্রায়িত করছিলেন। কেউ কেউ ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ বিবাহে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট তেল ছিল, আর কারও ছিল না। ঐ ছেষট্টি দিন এমন এক সময়কালকে নির্দেশ করে, যখন ঈশ্বরের প্রজারা রবিবারের আইনের বন্ধ দ্বার পর্যন্ত মোহরিত থাকেন। যাঁদের কাছে যথাযথ পরিমাণ তেল ছিল, তাঁরা বিশ্বাসের দ্বারা অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিলেন। সিস্টার হোয়াইট শেষকালে ঈশ্বরের প্রজাদের অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার বিষয়টি চিত্রায়িত করেছিলেন; এবং তাঁর আলফা ইতিহাসে, বিশ্বাসের দ্বারা অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করাই ছিল এক জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা। শেষকালে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে এই মর্মে পরীক্ষা করা হবে যে, তাঁরা বিশ্বাসের দ্বারা অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করবেন কি না। এটি আবারও এক জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

> মন্দির শুচিকরণকালে, যীশু মশীহরূপে তাঁহার মিশন ঘোষণা করিলেন, এবং তাঁহার কর্মে প্রবেশ করিলেন। ঐ মন্দির, যা দিব্য উপস্থিতির আবাসস্বরূপ নির্মিত হয়েছিল, ইস্রায়েলে ও জগতের জন্য এক প্রতীকাত্মক শিক্ষারূপে পরিকল্পিত ছিল। অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল যে, উজ্জ্বল ও পবিত্র সেরাফ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্যন্ত, প্রত্যেক সৃষ্টসত্তা যেন সৃষ্টিকর্তার অন্তর্নিবাসের জন্য এক একটি মন্দির হয়। পাপের কারণে, মানবজাতি ঈশ্বরের মন্দির থাকা রহিল না। অসৎ দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলুষিত হইয়া, মানুষের হৃদয় আর দিব্য সত্তার মহিমা উদ্ঘাটন করিত না। কিন্তু ঈশ্বরপুত্রের অবতারগ্রহণের দ্বারা, স্বর্গের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। ঈশ্বর মানবত্বে বাস করেন, এবং পরিত্রাণকর অনুগ্রহের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় পুনরায় তাঁহার মন্দিরে পরিণত হয়। ঈশ্বর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যে যিরূশালেমের মন্দিরটি প্রত্যেক আত্মার জন্য উন্মুক্ত উচ্চ নিয়তির এক নিরন্তর সাক্ষী থাকিবে। কিন্তু ইহূদিরা, যে ভবনটিকে তারা এত গর্বভরে সম্মান করিত, তাহার তাৎপর্য অনুধাবন করে নাই। তারা নিজেদেরকে দিব্য আত্মার পবিত্র মন্দিররূপে সমর্পণ করে নাই। অপবিত্র বাণিজ্যের কোলাহলে পূর্ণ যিরূশালেমের মন্দিরের প্রাঙ্গণসমূহ, ইন্দ্রিয়কামনা ও অপবিত্র চিন্তার উপস্থিতিতে কলুষিত হৃদয়ের মন্দিরকে অত্যন্ত সত্যভাবে প্রতিফলিত করিতেছিল।
>
> "জগতের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের থেকে মন্দিরকে শুদ্ধ করার সময়, যীশু ঘোষণা করলেন যে তাঁর মিশন হলো পাপের কলুষতা—পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপর লালসা, আত্মাকে কলুষিত করে এমন অসৎ অভ্যাস—থেকে হৃদয়কে শুদ্ধ করা। মালাখি ৩:১–৩ উদ্ধৃত।"

যুগের আকাঙ্ক্ষা, ১৬১।

"ভাববাদী বলেন, 'আমি আর-এক দূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখিলাম; তাহার মহান কর্তৃত্ব ছিল; এবং তাহার মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হইল। আর সে প্রবল স্বরে মহা আর্তনাদ করিয়া বলিল, মহা বাবিল পতিত হইয়াছে, পতিত হইয়াছে, এবং দুষ্ট আত্মাদের বাসস্থান হইয়াছে' (প্রকাশিত বাক্য 18:1, 2)। এই সেই একই বার্তা, যাহা দ্বিতীয় দূতের দ্বারা প্রদান করা হইয়াছিল। বাবিল পতিত হইয়াছে, 'কারণ সে আপন ব্যভিচারের ক্রোধমদ সকল জাতিকে পান করাইয়াছে' (প্রকাশিত বাক্য 14:8)। সেই মদ কী?—তাহার মিথ্যা মতবাদসমূহ। সে চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামবারের পরিবর্তে জগৎকে এক মিথ্যা বিশ্রামবার দিয়াছে, এবং সেই মিথ্যাই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে, যাহা শয়তান প্রথমে এদনে হবার নিকট বলিয়াছিল—আত্মার স্বাভাবিক অমরত্ব। এইরূপ বহু সমপ্রকার ভ্রান্তি সে দূরদূরান্তে বিস্তার করিয়াছে, 'মানুষের আজ্ঞাসকলকে উপদেশরূপে শিক্ষা দিয়া' (মথি 15:9)।"

"যীশু যখন তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা আরম্ভ করলেন, তখন তিনি মন্দিরকে তার ধর্মদ্রোহী অপবিত্রতা থেকে শুচি করলেন। তাঁর পরিচর্যার শেষে কার্যগুলোর মধ্যে ছিল মন্দিরের দ্বিতীয়বার শুচিকরণ। তদ্রূপ, বিশ্বের সতর্কীকরণের জন্য শেষ কর্মে, মণ্ডলীগুলোর প্রতি দুটি স্বতন্ত্র আহ্বান করা হয়। দ্বিতীয় দূতের বার্তা এই: 'বাবিল পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে, সেই মহান নগরী, কারণ সে নিজ ব্যভিচারের ক্রোধমদ সকল জাতিকে পান করিয়েছে' (প্রকাশিত বাক্য 14:8)। আর তৃতীয় দূতের বার্তার উচ্চ রবের মধ্যে স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়, যা বলে, 'হে আমার লোকেরা, তোমরা তার মধ্য হইতে বাহির হইয়া এসো, যেন তোমরা তাহার পাপের অংশীদার না হও, এবং যেন তোমরা তাহার আঘাতসমূহ গ্রহণ না কর। কারণ তাহার পাপ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং ঈশ্বর তাহার অধার্মিকতার কথা স্মরণ করিয়াছেন' (প্রকাশিত বাক্য 18:4, 5)।" Selected Messages, book 2, 118.